কিশোর উপন্যাস

টিংফু মামার কঙ্কাল কাণ্ড

কিশোর উপন্যাস

টিংফু মামার কঙ্কাল কাণ্ড

লিটন মহন্ত

কিশোর উপন্যাস
টিংফু মামার কঙ্কাল কাণ্ড
লিটন মহন্ত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২২

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
মুক্তা দাস

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা
দে'জ পাবলিশিং কলেজ স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ১৮৫ টাকা

Tingfu Mamar Kongkal Kando by Liton Mohanta Published by Kobi Prokashani
85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205
First Edition: February 2022
Phone: 02-9668736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 185 Taka Rs: 185 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-95786-2-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

ডা. দেবাশীষ মহন্ত
তিনি যত ভালো একজন ডাক্তার;
তার চাইতে ভালো একজন মানুষ।

এক

রাস্তাটা অন্ধকার, কুকুরটা মনে হলো একটা অদৃশ্য কিছুর সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করছে। একটা বিড়াল কুকুরটাকে দেখে দৌড় দিল। টিংফু মামা নিশুতিরাতে বাসায় ফিরছে, ট্রেন থেকে নেমে কোনো রিকশা না পাওয়ায় হেঁটেই রওনা হয়েছে। রেলস্টেশন থেকে বাসা বেশি দূরে নয়। কুকুরটা টিংফু মামাকে দেখে কুঁউ কুঁউ করতে লাগল। টিংফু মামা অশরীরী বিশ্বাস করে না, তবুও তার ভেতরটা মোচড় দিল। কুকুরটা এবার মামার পায়ের কাছে এলো, দাঁড়িয়ে গেল টিংফু মামা আবার কিছুক্ষণ পর হাঁটা শুরু করলে কুকুরটা মামার পিছু পিছু বাসা অবধি এলো। একপুরুষ আগের পুরাতন বাড়ি, বাড়ির সামনে হাফ প্রাচীরের বাগান। বাসার প্রধান ফটোক হলো পুরাতন জং ধরা লোহার রডের দরজা, মামা হাত রাখতেই পুরাতন দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল। টিংফু মামা পিছন ফিরে দেখে কুকুরটা আর নেই কোথাও যেন চলে গেছে, কোথায় গেল সে চিন্তা না করে মামা বাসার কলিং বেল টিপল। দরজা খুলে দিল টিংফু মামার ছোট বোন আদৃতা, সে দাদার জন্য জেগেই ছিল। টিংফু মামার মাথার মধ্যে কুকুরের চিন্তাটা খচ্‌খচ্‌ করছে। জলজ্যান্ত কুকুরটা তো অদৃশ্য হওয়ার কথা নয়। শেষরাতে একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শোনা গেল, অপরিচিত কুকুর, এলাকার কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ টিংফু মামার চেনা। জানালার পর্দাটা বাতাসে মৃদু দুলছে, একটা টিকটিকি টিকটিক শব্দ করল, এত রাতে টিকটিকির চোখে ঘুম নাই, ও! ওরা তো নিশাচর। ভোর রাতে ট্রেনের হুঁইসেল বাজছে, তারপর ঝকঝক করে ট্রেনের লাইনের শব্দ। যখন

ফজরের আজানের সুর কাছের মসজিদ থেকে ভেসে আসল, তখন টিংফু মামার চোখে সমস্ত দিনের ভ্রমণ ক্লান্তিতে ঘুম জড়িয়ে এলো। সকালে দেরি করেই ঘুম ভাঙল টিংফু মামার, সকাল এগারোটায় তার ক্লাস নিতে হবে, নাশতা না খেয়েই মোটরসাইকেল চালিয়ে কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

অরিত্র ক্লাস সিক্সে পড়ে। সে স্কুল থেকে এসে দেখল মামা এখন কলেজ থেকে আসেনি। টিংফু মামার ঘরে একবার ঢুঁ মেরে আসল, ঢাকা থেকে মামা তার জন্য কোনো উপহার নিয়ে এসেছে কিনা! বিকেল চারটার দিকে মামার মোটরসাইকেলের শব্দ শোনা গেল। টিংফু মামা খেতে বসেছে, ডাইনিং টেবিলের পাশে অরিত্র ঘুরঘুর করছে।

"কী খবর অরিত্র বাবু, স্কুলে পড়াশুনা ভালোভাবে হচ্ছে?"

"পড়াশুনা নিয়ে কথা বলছ কেন, আমার জন্য কিছু এনেছ, বন্ধুদেরকে বলেছি মামা এবার আমার জন্য ঢাকা থেকে জন্মদিনের উপহার নিয়ে আসবে।"

"ও বাবা এর মধ্যে বন্ধুদের বলাও শেষ!"

টিংফু মামা দ্রুত খাওয়া শেষ করে তার ঘরে এলেন, ঘরের ভেতর একটা ব্যাগ এখনও খোলা হয়নি, প্যাকেট করা, বেশ বড় সেই প্যাকেট। অরিত্রের চোখ ঐ প্যাকেটটির ওপর। মামা তার লাগেজ থেকে কিছু বই বের করলেন। তিনি যতবারই ঢাকায় কোনো কাজে গেলে আসার সময় একগাদি নতুন নতুন বিখ্যাত সব বই কিনে আনেন, অধিকাংশ বই থাকে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের।

"শোন ভাগ্নে আমার আর তোর মায়ের স্বপ্ন তুই বড় হয়ে ডাক্তার হবি, আমাদের বংশে কেউ ডাক্তার নেই, সেই টার্গেট নিয়েই তোকে পড়াশুনা করতে হবে।"

অরিত্র মামার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে, সে শুনেছে ডাক্তারি পড়া মানেই মরা মানুষ কাটাকাটি, সে মুখে কিছু বলল না। ডাক্তারি পড়ার তার শখ নেই, সে বড় হয়ে বৈজ্ঞানিক হতে চায়, বৈজ্ঞানিকরা কত কিছু আবিষ্কার করে, সে অনেক বাঙালি বিজ্ঞানীর নাম জানে। তাদের ক্লাসের তৌহিদ স্যার বিজ্ঞান পড়ায় আর বিভিন্ন বাঙালি বিজ্ঞানীদের নাম বলে, তাদের আবিষ্কারের কথা বলে, তাদের জীবনী

বলে। সেসব শুনে শুনে অরিত্র ঠিক করেছে বড় হলে সে বিজ্ঞানী হবে, কত নাম হবে তার। এই জন্য অরিত্র তৌহিদ স্যারকে খুব পছন্দ করে আর ভালোবাসে। তৌহিদ স্যার তার ক্লাসে সবসময় বলেন "বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বলেছে, নক্ষত্রের দিকে তাকাও, তোমার পায়ের দিকে নয়। কৌতূহলী হও। আকাশ তো অনেক বড় কিন্তু সবাই কি আকাশে উড়তে পারে, যার ক্ষমতা আছে সেই কেবল মাত্র পারে। আমাদেরকে আকাশে উড়তে শিখতে হবে, সে জন্য চাই অদম্য ইচ্ছা শক্তি ও প্রযুক্তির সঠিক মাত্রার ব্যবহার।" তৌহিদ স্যারের স্বপ্ন ছিল তিনি বড় হয়ে বিজ্ঞানী হবেন কিন্তু বাবার আর্থিক সমস্যার কারণে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারেন নাই, তিনি সাধারণ কলেজ থেকে বিএসসি পাস করে পরে কারমাইকেল কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে এমএসসি পাস করেন। তিনি অন্য শিক্ষকদের মতো নন, বাসায় প্রচুর পড়াশুনা করেন, ছাত্রদের যে কোনো সমস্যা নিয়ে তার কাছে গেলে তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করেন সেই সমস্যার সমাধান করতে। তৌহিদ স্যারের কারণে এই কদমতলি উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের রেজাল্ট খুব ভালো হতে শুরু করেছে। প্রতিদিন স্কুল শেষে তিনি দুর্বল ছাত্রদের নিয়ে আলাদা বিজ্ঞান ও গণিতের ক্লাস করান, এ জন্য তিনি কোনো ছাত্রের কাছ থেকে টাকা নেন না। এই কারণে গ্রামের সবাই তৌহিদ স্যারকে খুব ভালোবাসে, উপজেলার চেয়ারম্যান এমনকি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পর্যন্ত স্যারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একদিন তৌহিদ স্যার সব শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তিনি স্কুলের হলরুমে মাল্টিমিডিয়ায় ক্লাস নিলেন; ক্লাসটি ছিল বাঙালি বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ও জীবনীর ওপরে। সেই ক্লাসে হেড স্যারসহ অন্যান্য শিক্ষকরাও উপস্থিত ছিল। তৌহিদ স্যার যে সকল বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানীদের ছবিসহ জীবনবৃত্তান্ত এবং তাদের গবেষণার ক্ষেত্র ও আবিষ্কার সবার সামনে তুলে ধরলেন তারা হলেন স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা, ড. মাকসুদুল আলম, ডা. রফিকুল ইসলাম, বিজ্ঞানী সত্যেন বোস, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ড. জামাল নজরুল ইসলাম, ড. অরুণ কুমার বসাক, ড. মিরাতুল মোহামিদ খান, ড. জাহিদ হাসান, ড. তামজিদুল হক, ড. দীপংকর চন্দ্র তালুকদার, রাধাগোবিন্দ চন্দ্র, রাধানাথ শিকদার, রুবাব খান, গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ। ক্লাস শেষে করোতালি

দিয়ে স্যারকে সম্মান জানানো হলো, সকল ছাত্রদের বুকে নতুন স্বপ্ন জাগল, বাঙালি সব পারে। এত এত সব বাঙালি বিজ্ঞানী, আমরা ক'জনের বা নাম জানি, সত্যি গর্বে আমাদের বুকের ছাতি বড় হয়ে গেল।

টিংফু মামা বলে উঠল, "কী হলো ভাগ্নে, কী ভাবছিস!" মামার কথায় অরিত্রের সম্বিৎ ফিরে আসে, সে বিছানায় বসে মাথা চুলকাতে থাকে, "মামা ডাক্তার হতে আমার ভালো লাগে না।"

"কেন? তাহলে কি টাক্তার হবি?"

"টাক্তার আবার কী?"

"ঐ ডাক্তারদের অ্যাসিসটেন্ট, তারাও অবশ্য গ্রামগঞ্জে সাধারণ মানুষদের চিকিৎসাসেবা দিয়ে থাকে।"

"মামা আমি বৈজ্ঞানিক হতে চাই, নতুন নতুন আবিষ্কার করব, সারাদিন গবেষণা করব..."

"গবেষণা কী জানিস তো! বৈজ্ঞানিক হওয়া কি মুখের কথা, তবে শুনে খুব খুশি হলাম, কারণ ডাক্তার হওয়ার চাইতে শতগুণে কঠিন কাজ হলো একজন সফল বিজ্ঞানী হওয়া। তবে একটা সমস্যা হয়ে গেল।"

"কী মামা" বিস্ময় নিয়ে অরিত্র বলল।

"তবে তোর জন্য যে জন্মদিনের উপহারটা নিয়ে এসেছি, সেটা বৃথা গেল, অবশ্য বৃথা নয়, তোকে সায়েন্স নিয়ে পড়তে গেলে ওটা লাগবে।"

"আমার জন্য কী এনেছ মামা, প্লিজ বলো না, আমার আর সহ্য হচ্ছে না, আমি আজ ক্লাসেও মনোযোগ দিতে পারিনি, সব সময় শুধু মনে হয়েছে, ঐ প্যাকেটের মধ্যে কী আছে আমার জন্য।"

"শোন এত অস্থির হলে কি চলে, বিজ্ঞানীদের অনেক সহ্যক্ষমতা থাকতে হয়, এক কাজ বারবার বারবার করতে হয়, এই জন্য তো বলা হয়, রিসার্চ; মানে বারবার খোঁজা।"

"শোন ভাগ্নে কাল সন্ধ্যায় যখন তোর জন্মদিনের কেক কাটা হবে, তখন তোর বন্ধুদের সামনে এই প্যাকেট খোলা হবে এবং আমি শতভাগ নিশ্চিতভাবে বলছি, তোরা সবাই খুব অবাক হবি এই উপহারটি দেখে।"

টিংফু মামার কথা শোনার পর অরিত্রের কৌতূহল আরও বেড়ে গেল; তার মানে এখন তাকে পুরো একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে, তার এই উপহারটির জন্য। মামা অরিত্রের সামনেই গিফটের প্যাকেটটা

আলমারিতে তুলে তালা দিলেন আর অরিত্রের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। এই সময় অরিত্রের মা ঘরে এলো।

"কী ব্যাপার অরিত্র মামার সঙ্গে কী কথা হচ্ছে, মন খারাপ কেন?"

"দিদি তোমার ছেলে তো বৈজ্ঞানিক হতে চায়, ডাক্তার নয়, আমার অবশ্য মত দিয়ে দিয়েছি, এই বাড়ির ছেলে মস্তবড় বিজ্ঞানী হবে, গ্রেট সায়েন্টিস্ট অরিত্র বসাক।"

অরিত্রের মা মিলি ছেলের মাথায় হাত রাখলেন "ও যেটা চায় সেটাই হতে হবে কিন্তু সেরাটা হতে হবে। ওর বাবারও খুব ইচ্ছে ছিল, ছেলে বড় হয়ে অনেক বড় কিছু হবে কিন্তু...।"

মায়ের চোখে জল দেখে অরিত্র মাকে জড়িয়ে ধরল। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে অরিত্রের বাবা মনোময় চৌধুরী একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান, তিনি একটি আন্তর্জাতিক এনজিওর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। মনোময় চৌধুরীর মৃত্যুর পর মিলি তার ছেলে অরিত্র নিয়ে বাবার বাড়ি চলে আসে। এখন অরিত্রের মায়ের একটাই স্বপ্ন ছেলেকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে মানুষ করা।

আজ অরিত্রের জন্মদিন, সন্ধ্যার সময় বাসায় কেক আনা হবে, অরিত্রের মা ছেলের জন্য খেজুর গুড়ের পায়েস রান্না করেছেন। অরিত্র তার জন্মদিনে বন্ধু ফুয়াদ, শাদমান, তাহমিদ, আজমাইন, শুভজিৎ, অর্ণব আর রাইহানকে দাওয়াত করেছে। অরিত্র তার সব বন্ধুদের বলেছে মামার উপহারের কথা, বিভিন্ন মন্তব্য করেছে তারা, সেই উপহারের বাক্সটি ঘিরে, কেউ বলেছে ওটাতে একটা আস্ত প্লাস্টিকের অজগর সাপ আছে, কেউ বলেছে ভূতের মুখোশ আছে, কেউ বলেছে গ্লোব আছে, আবার কেউ-বা বলেছে ঐ প্যাকেটে অনেকগুলো সায়েন্স ফিকশনের বই আছে। অরিত্রের মতো তার সব বন্ধুদের কৌতূহল, বাক্সের ভেতর কী উপহার লুকিয়ে আছে। শাদমান আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেছিল—"আমি জানি ঐ বাক্সে অনেকগুলো এলিয়েনের মডেল আছে, আর তা না হলে এলিয়েনের মুখোশ আছে!"

জন্মদিনের কেক কাটা শেষ হলে অরিত্রের আদৃতা আন্টি সবাইকে কেক খেতে দিল; এরপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে তবেই বাড়ি যাবে। রান্নাঘর থেকে বিভিন্ন পদের খাবারের সুঘ্রাণ আসছিল, আজমাইন শুধু

রান্নাঘরের দিকে তাকাচ্ছে, কখন আন্টি ডাইনিং টেবিলে যেতে বলবে খাবারের জন্য। টিংফু মামা সবার সামনে উপহারের বাক্সটা নিয়ে আসলেন, এবার সেটা কে খোলা হবে! অপেক্ষার প্রহর যেন শেষ হচ্ছে না, কৌতূহল, কৌতূহল সবার চোখেমুখে কৌতূহল। টিংফু মামা র‍্যাপিং পেপার খুলছেন, পেপারের শব্দ হচ্ছে কচমচ, এবার বাক্সের মুখ খোলা হচ্ছে, টিংফু মামা বাক্সটি খোলার আগে ঘরের মেইন টিউব লাইটটি অফ করে দিয়েছে, ঘরে শুধু মৃদু আলো জ্বলছে, অরিত্রসহ তার সব বন্ধুরা উদ্গ্রীব হয়ে আছে টিংফু মামা শেষ পর্যন্ত এত আয়োজন করে কী দেখাতে যাচ্ছে।

"অরিত্রের জন্মদিনে আমার বিশেষ উপহার" গলা ভারী করে বলল টিংফু মামা।

প্যাকেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা আস্ত মানুষের কঙ্কাল। মামা কঙ্কালটিকে হাতের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখেছে, লম্বায় প্রায় চার ফুট হবে, মামা কঙ্কালটিকে দোলাচ্ছে ।

শাদমান প্রায় চেঁচিয়ে বলল, "মামা লাইট জ্বালান ভয় করছে।" ঘরে লাইট জ্বালানো হলো। সবাই অবাক বিস্ময় নিয়ে কঙ্কালটিকে দেখছে।

"অরিত্র কঙ্কাল বন্ধু পছন্দ হয়েছে, আজ থেকে তোমার ঘরে এই কঙ্কালটা বসবাস করবে।"

"না মামা! আমার পছন্দ হয়েছে কিন্তু একই ঘরে থাকতে পারব না।"

"আমার ভাগ্নে আস্ত ভীতুর ডিম, কথাটা শুনে কষ্ট পেলাম।"

"ঠিক আছে মামা এই কঙ্কালের সঙ্গেই রাতে আমি একা ঘরে ঘুমাব, আমি ভীতুর ডিম না।"

"উপহারটা তোমাদের ভালো লাগেনি, আরে তোমরা তো এই যুগের ছেলে, এই রকম কঙ্কাল আমাদের সবার শরীরে একটা করে আছে।"

আজমাইন বলল, "মামা এটা কি সত্যি কঙ্কাল, কঙ্কালটা আমার পছন্দ হয়েছে, বিজ্ঞান ক্লাসে নিয়ে গেলে খুব মজা হবে, কী বলিস তাহমিদ!"

আজমাইনের কথাটা বোধহয় তাহমিদের তেমন পছন্দ হলো না। সে চোখেমুখে বিরক্তি প্রকাশ করল।

"শোনো তোমরা এটা আসল কঙ্কাল নয়, এটা প্লাস্টিকের তৈরি কঙ্কাল, সত্যিকারের কঙ্কাল মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ব্যবহার করে,

সেটার অনেক দাম, মনে করো ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা। আমার এক বন্ধু জামান ও ঢাকায় থাকে, ওদের এই রকম সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্টের পুরান ঢাকায় ব্যবসা আছে, ওর কাছ থেকে কিনে এনেছি, আগেই টেলিফোনে অর্ডার দিয়ে রেখেছিলাম।"

তাহমিদ বলল, "মামা এটা দিয়ে কি মানুষকে ভয় দেখানো যাবে, মানুষ ভয় পাবে?"

"তুমি নিজেও তো ভয় পাচ্ছ তাহমিদ, মানুষ অবশ্যই ভয় পাবে কিন্তু সেটা করা যাবে না, মানুষকে ভয় পাওয়ানোর জন্য এই কঙ্কাল তৈরি হয়নি, এটা তৈরি হয়েছে মানুষের শরীর নিয়ে পড়াশুনা করার জন্য।"

অরিত্রের কৌতূহল মিটেছে তার জন্মদিনের উপহার নিয়ে কিন্তু ঘটনা হলো, এটা তার ঘরের ভেতর কিংবা এই বাসায় থাকলে সে একা বাথরুমে যেতে পারবে না আর একা একা বিছানায় ঘুমাতে পারবে না, মামা কী এক যন্ত্রণা নিয়ে এলো বাড়িতে তার জন্য। টিংফু মামা বুঝতে পারল ছেলেরা খুব খুশি হয়নি, বরং তারা ভয় পাচ্ছে। কিন্তু কেউ কিছু বলছে না। অরিত্র তার বন্ধুদের নিয়ে খেতে বসল, মিলি সবার জন্য অনেক কিছু রান্না করেছে। সবাই খুব মজা করে ভুনা খিচুড়ি, মুরগির মাংস, পায়েস, মিষ্টি, লুচি, আলুর দম, বেগুন ভাজা আর ডিম ভুনা খেল। আজমাইন একটু বেশি খেল, সে খেতে খুব পছন্দ করে। সব বন্ধুদের জন্মদিনে কেউ যাক না যাক সে যাবেই, বন্ধুর জন্মদিন বলে কথা, না গেলে হয়! খেতে খেতে রাত নয়টা বেজে গেল, বাইরে বেশ অন্ধকার, আকাশে মেঘ ভারী করেছে, বোধহয় বৃষ্টি হতে পারে। অরিত্রের সব বন্ধুদের বাড়ি এই পাড়াতেই, শুধু ফুয়াদ আর অর্ণবের বাড়ি এই পাড়ার শেষে পাইকপাড়া ডিগ্রি কলেজের পিছনে, রাস্তার মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা আছে, সেখানকার একটা পুরাতন ভাঙা বাড়ির ভেতর অনেক সাপ থাকে। সেই বাড়ির আশেপাশে ঝিঁঝি পোকারা খুব ট্যাঁ ট্যাঁ করে শব্দ করে। টিংফু মামা ঠিক করল সে তার মোটরসাইকেল করে ফুয়াদ আর অর্ণবকে বাসায় পৌঁছে দিবে। তারা দুজনে খুব খুশি। ভেতরে ভেতরে তারা ভয় পাচ্ছিল, মামা সেটা বুঝতে পেরেছে। রাইহান একটু ভীতু প্রকৃতির, তার বাসা পাড়ার শেষ প্রান্তে, সে কঙ্কাল দেখার পর থেকেই আর স্বাভাবিক হতে পারছে না, তার মনে হচ্ছে এই কঙ্কালটা কোনো কবর থেকে তুলে আনা হয়েছে। একটা ট্রেন ঝকঝক

শব্দ করতে করতে চলে গেল। বাসার সামনে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, টিংফু মামা ফুয়াদ আর অর্ণবকে নিয়ে ভোঁ করে চলে গেল। বাড়ির ভাঙা লোহার গেটের সামনে বাকি বন্ধুরা মিলে অরিত্র দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় ইলেকট্রিসিটি চলে গেলেই ঝপ করে একরাশ অন্ধকার তাদেরকে গ্রাস করল। শাদমান, তাহমিদ, আজমাইন, শুভজিৎ, আর রাইহান বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলো এমন সময় হঠাৎ আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল, সবাই যেন সামনের ইলেকট্রিক পোলে একটা ঝুলন্ত কঙ্কাল দেখতে পেল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি মাথার ওপর ছপ ছপ করছে, কোথাও যেন একটা পথহারা পাখি চ্যাঁ চ্যাঁ করতে করতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। অরিত্র নিজের ঘরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে, ঘরের ভেতর অন্ধকার, জানালার পর্দা পতপত করে বাতাসে উড়ছে।

"অরিত্র বাবা ঘরের জানালাটা বন্ধ করে দাও তো..." মিলির গলা শোনা যায়।

অরিত্র পা টিপে টিপে ঘরের ভেতর ঢুকছে, এমন সময় ম্যাঁও করে একটা বিড়াল তার পা ঘেঁষে দৌড় দিল।

উহ্ অ্যাঁ অ্যাঁ...হিস্ হিস্ হুস হুস...।

দুই

টিংফু মামা সত্যিকারের মতো প্লাস্টিকের কঙ্কালটা অরিত্রের পড়ার টেবিলের সামনে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে দেয়ালে। একটা টিকটিকি কঙ্কালটার কাছাকাছি ঘুরঘুর করছে, সেও হয়তো ভাবছে তার এলাকায় এটা আবার কোন নতুন আগন্তুক এলো। অরিত্র টিকটিকি বিশেষজ্ঞ, সে বিছানায় শুয়ে রাতে টিকটিকিদের কাণ্ডকারখানা দেখে, তার ঘরে মোট তিনটা টিকটিকি সাধারণত দেখা যায়। তিনটা টিকটিকির সে আলাদা আলাদা নাম দিয়েছে। প্রথম টিকটিকির নাম টিটি, দ্বিতীয়টা ডিটি আর তৃতীয়টির নাম হলো গিটি। এই তিন খুদে সরীসৃপ গত দুই বছর ধরে অরিত্রের ঘরে থাকে। টিকটিকি মূলত বাঁচে পাঁচ বছর। দিনের বেলায় অরিত্র খুব কম সময় এদেরকে দেখেছে দেয়ালে ঘুরে বেড়াতে। টিটি একবার এসে কঙ্কালটা দেখে গেল। কিছুক্ষণ পর ডিটি আর গিটি এলো অদ্ভুত জিনিসটা দেখতে। একটা টিকটিকি টিকটিক শব্দ করছে...এটা পছন্দের শব্দ না অপছন্দের শব্দ বোঝা গেল না। দেয়ালে কঙ্কাল ঝুলিয়ে একা ঘরে থাকা কোনো দিনও সম্ভব নয়। অনেক কষ্টে অরিত্র পড়ার টেবিলে গিয়ে বসল, কঙ্কালটা বোধহয় দুলে উঠল, হাতের হাড়গুলো দুলছে...টিংফু মামার ওপর চরম বিরক্ত হলো অরিত্র। বাড়ির সকলে জানে অরিত্র খুব সাহসী ছেলে, টিংফু মামা তাকে ছোটবেলা থেকেই ভূতের ব্যাপারে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলেছে, আসলে ভূত বলে কিছু নেই, এসব হলো দুর্বল মনের মানুষের চোখের ভুল এবং অনেকটা হ্যালুসিনেশনের মতো, মস্তিষ্কের তৈরি একটি কাল্পনিক দৃশ্য, যা ব্রেইন কল্পনা করে। কিন্তু এখন কোনো